প্রথম দার্‌স — الدرس الأول

ইসলাম হলো সৌন্দর্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দ্বীন। সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাকে সেজেগুজে নিজেকে প্রকাশ করা মুসলিমের জন্য বৈধ এবং এতে উদ্বুদ্ধও করা হয়েছে। আর পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ সৌন্দর্য ও আবরণের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ (لأعراف:٢٦)

"হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র। আর (বেশভুষার তুলনায়)পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (আ'রাফ ২৬)

পোশাকের ব্যাপারে (ইসলামের) মূল নীতি হলো, সব পোশাকই বৈধ, কেবল সে পোশাক ছাড়া, যার হারাম হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে (ইসলামে) বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম এমন কোন পোশাককে নির্দিষ্ট করে নি যে, কেবল তা-ই পরিধান করা উচিত। তবে এ ব্যাপারে এমন কিছু নীতিমালা পেশ করেছে যে, মুসলিমের পোশাক এই নীতির আওতাভুক্ত হওয়া জরুরী। আর তা হলো, (১) পোশাকটি লজ্জাস্থান আবৃতকারী যেন হয় তার প্রকাশকারী যেন না হয়। (২) এমন পোশাক যেন না হয়, যা কাফেরদের অথবা কোন কোন অন্যায় কাজ সম্পাদনকারী বলে পরিচিত ব্যক্তিদের সাদৃশ্য গ্রহণ ক'রে পরা হয়। (৩) তাতে যেন অপচয় না করা হয় এবং অহঙ্কার প্রদর্শনও যেন না করে।।পোশাকের ব্যাপারে এই নীতিমালার খেয়াল রেখে মানুষ তার প্রয়োজনানুযায়ী এবং তার সমাজে প্রচলিত যে কোন পোশাক পরিধান করতে পারবে। **পোশাকের ব্যাপারে যা যা নিষেধ তা হলো,** (১) পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় ও সোনা পরা। তবে মহিলারা এ সবকিছু পরতে পারবে। কারণ, আলী ইবনে আবী ত্বালিব-ﷺ-থেকে বর্ণিত নবী করীম-ﷺ-রেশমের কাপড় স্বীয় ডান হাতে ও সোনা স্বীয় বাম হাতে ধারণ ক'রে বললেন, "এই জিনিস দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের উপর হারাম।" (আবূ দাউদ) তবে পুরুষদের রূপার আংটি পরাতে অথবা এমন জিনিস পরাতে কোন দোষ নেই যাতে সামান্য রূপা আছে এবং যেটা পরতে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। (২) এমন পোশাক যাতে কোন প্রাণীর ছবি আছে। সুতরাং এমন পোশাক পরা মুসলিমের জন্য জায়েয নয়, যার মধ্যে কোন মানুষ অথবা পশু-পাখীর ছবি আছে। তাতে তা কাপড়ে হোক বা সোনার তৈরী জিনিসে হোক এবং পরা হয় এমন যে কোন জিনিসে হোক না কেন। আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, তিনি একটি বালিশ কিনে ছিলেন যাতে ছবি ছিলো। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তা দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, প্রবেশ করলেন না। আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তাঁর চেহারায় অপছন্দের ভাব বুঝতে পারলাম। তাই বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, আমি কি অন্যায় করেছি? তিনি-ﷺ-বললেন, "এই বালিশটা কোত্থেকে এলো? আমি বললাম, এটা আপনার বসার ও হেলান দেওয়ার জন্য ক্রয় করেছি। তখন তিনি-ﷺ-বললেন,

"অবশ্যই এই চিত্রকরদের কিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা চিত্রিত করেছো তাতে প্রাণ দাও।" অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় সে বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না, যে বাড়িতে ছবি থাকে।" (বুখারী২ ১০৫-মুসলিম ২ ১০৭)